ক্ষুদ্র কৃষি ও কৃষক কৃষানী সহায়তা ফাউন্ডেশন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান

SKSF

উদ্যোক্তা গ্রুপ নীতিমালা-২০২৩

প্রধান কার্যালয়
ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ।
www.sksfbdf.com

উদ্যোক্তা গ্রুপ নীতিমালা-২০২৩

প্রথম অধ্যায়

" ক্ষুদ্র কৃষি ও কৃষক কৃষানী সহায়তা ফাউন্ডেশন" এর পরিচালনা পর্ষদ (বিওজি)-এর ২২ এপ্রিল, ২০২৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা গ্রুপ নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে।

<u>সূচনা</u>

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ: (১) এই প্রবিধানমালা " ক্ষুদ্র কৃষি ও কৃষক কৃষানী সহায়তা ফাউন্ডেশন" উদ্যোক্তা গ্রুপ নীতিমালা নামে অভিহিত হইবে।

একটি উদ্যোক্তা গ্রুপ (বা অংশীদারি ব্যবসা) গঠনের জন্য, প্রথমে একটি সুস্পষ্ট ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, যা গ্রুপের লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ করবে। এরপর, ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে হবে। পরবর্তী ধাপে, একই ধরনের ব্যবসায়িক লক্ষ্য থাকা উপযুক্ত অংশীদারদের খুঁজে বের করে তাদের নিয়ে একটি অংশীদারি চুক্তি করতে হবে। পরিশেষে, ব্যবসার প্রকৃতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স বা কোম্পানি নিবন্ধন করতে হবে এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

শিক্ষিত কিংবা কমশিক্ষিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা বেকার যুবকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পুঁজির সহায়তা দিচ্ছে " ক্ষুদ্র কৃষি ও কৃষক কৃষানী সহায়তা ফাউন্ডেশন"।

১. প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাঃ ৫০ জন
২. রেজিস্ট্রেশন ফি – ২৬০০/- টাকা+১৫% আইটি মোট ২৯৯০/- টাকা মাত্র।
৩. প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান করা হবে।
৪. উপযুক্ত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় অর্থায়ন এর ব্যাবস্থা করা হয়।

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্যঃ

একজন উদ্যোক্তা ব্যবসা শুরু করার জন্য কী করতে পারেন, কীভাবে বাজার সম্পর্কে বুঝবেন, কী পণ্য উৎপাদন করবেন, খরচ, কাঁচামাল, বাজারজাতকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, নিত্যনতুন পণ্য তৈরি, রফতানি বৃদ্ধি, দেশ-বিদেশের বাজার সম্প্রসারণ, ঝুঁকি এবং কীভাবে সফল উদ্যোক্তা হবেন সে সম্পর্কে হাতে কলমে ধারণা দেওয়া।

প্রশিক্ষনার্থির যোগ্যতাঃ

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা বেকার যুবক যে কেউ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিতে পারেন। যারা উদ্যোক্তা হিসেবে কিছুটা অভিজ্ঞ কিংবা যারা ব্যবসায় একেবারে নতুন সবার জন্যই প্রশিক্ষণ উন্মুক্ত। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ অষ্টম পাস (সর্বনিম্ন)

প্রশিক্ষনের বিষয় ও মেয়াদঃ শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স -৩০ (ত্রিশ) দিন ব্যাপি,

প্রশিক্ষন পদ্ধতিঃ

সর্বাধুনিক ব্যবসা প্রসারের কারিকুলাম অনুসারে নেটওয়ার্কিং, আইস ব্রেকিং, বিজনেস প্ল্যান, বিজনেস লার্নিং উইথ প্লে অ্যান্ড গেমিং পদ্ধতিতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে। এটি একটি কার্যকরী বৃহৎ ব্যবসা সম্প্রসারণ পদ্ধতি।

প্রশিক্ষন কোর্সের বিষয়বস্তুঃ

১. উদ্যোক্তার গুণাবলি বিশ্লেষণ উদ্যোক্তার গুণাবলি নিরুপণ সফল উদ্যোক্তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা উদ্যোক্তার যোগ্যতা যাচাই অনুশীলন।
২. শিল্পনীতি ও শিল্পায়নে এসএমই এর ভুমিকা, এসএমই স্থাপনে ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাদি।
৩. রেজিষ্ট্রেশন, ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা
৪. নতুন ব্যবসায়িক ধারণা চিহ্নিতকরণ, ম্যাক্রো স্ক্রিনিং, মাইক্রো স্ক্রিনিং ও SWOT বিশ্লেষণ
৫. বিপণন ব্যবস্থাপনা অনুশীলন, বিপণন পরিকল্পনা বিশ্লেষণ ও ওয়ার্কর্সপ
৬. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা অনুশীলন, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিশ্লেষণ ও ওয়ার্কর্সপ
৭. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উপর ওয়ার্কসপ
৮. প্রকল্পের কারিগরি দিক বিশ্লেষণ
৯. প্রকল্পের আর্থিক দিক নিরুপণ, লাভ লোকসান হিসাব, স্থায়ী ও চলতি মূলধন নির্ধারণ ও আর্থিক অনুপাত বিশ্লেষণ
১০. আর্থিক পরিকল্পনার উপর ওয়ার্কসপ ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ও সমাপ্তকরণ
১১. আইআরসি সুপারিশ ও ভ্যাট মওকুফ করণ
১২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে ব্যাংকের ঋণদান পদ্বতি
১৩. শিল্প স্থাপনে ফাউন্ডেশনের ঋণদান পদ্বতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও সমসাময়িক বিষয়।

ব্যবস্থাপনা ও কৌশল:

আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বিপণন কৌশল, বাজার সম্প্রসারণ, এবং পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও মূল্য সংযোজন সম্পর্কিত জ্ঞান প্রদান করা।

সম্পদ ও অর্থায়ন:

ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহের উপায় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।
কারা এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারে? ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বেকার যুবক ও যুবতীরা যারা নিজেদের উদ্যোগে কাজ করতে চান। যাদের ব্যবসা করার অভিজ্ঞতা আছে বা যারা একদম নতুন, সবার জন্য এই প্রশিক্ষণ উন্মুক্ত।

ধাপসমূহ

১. ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি:

গ্রুপের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কী ধরনের ব্যবসা করতে চান, তা বিস্তারিতভাবে লিখুন।

ব্যবসা পরিচালনার কৌশল, আর্থিক পরিকল্পনা এবং প্রত্যাশিত মুনাফা উল্লেখ করুন।

২. মূলধন সংগ্রহ:

ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করুন। এটি ব্যক্তিগত সঞ্চয়, ঋণ বা অংশীদারদের বিনিয়োগের মাধ্যমে হতে পারে।

৩. অংশীদার নির্বাচন ও চুক্তি:

আপনার ব্যবসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও একই লক্ষ্য থাকা অংশীদারদের খুঁজে বের করুন।

তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

অংশীদারিত্বের একটি লিখিত চুক্তি তৈরি করুন, যেখানে প্রত্যেকের দায়িত্ব, বিনিয়োগ, মুনাফা বন্টন এবং ক্ষমতা স্পষ্ট করা থাকবে।

৪. আইনি কাঠামো ও নিবন্ধন:

আপনার ব্যবসার ধরনের ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো ঠিক করুন।

একমালিকানা, অংশীদারি ব্যবসা, বা কোম্পানি—এসবের যেকোনো একটির নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন।

ব্যবসা নিবন্ধনের জন্য ট্রেড লাইসেন্স বা কোম্পানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করুন।

৫. ব্যবসার স্থান ও অবকাঠামো:

ব্যবসার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করুন। এটি ক্রয়, ভাড়া বা লিজ নেওয়া হতে পারে।

ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করুন।

৬. মার্কেটিং ও প্রচার:

আপনার পণ্য বা সেবা সম্পর্কে সম্ভাব্য গ্রাহকদের জানানোর জন্য মার্কেটিং কৌশল গ্রহণ করুন।

গ্রুপের লক্ষ্য ও কাজের প্রতি আস্থা বাড়াতে অনলাইনে বা অফলাইনে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারেন।

৭. উদ্যোক্তা গ্রুপ গঠনের ধাপ ও নিয়মাবলীঃ

সদস্য নির্বাচন: দলীয়ভাবে কাজ করতে আগ্রহী প্রকৃত উদ্যোক্তা নির্বাচন করতে হবে। ব্যবসা/কৃষি কাজে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সক্রিয় এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কৃষকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি উদ্যোক্তাদের সদস্যদের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৮. **সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কঃ** সকল সদস্যের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা আবশ্যক। সদস্যদের একে অপরের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব থাকতে হবে।

৮. **উদ্দেশ্য ও নীতিমালার প্রতি আনুগত্য** গ্রুপের সকল সদস্য একই উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করবে। তারা প্রযুক্তি গ্রহণ ও বিস্তারে ইচ্ছুক হবে। ফাউন্ডেশনের নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে আগ্রহী হতে হবে।

৯. উদ্যোক্তা নির্বাচনঃ

১. প্রতিটি গ্রুপে ৫০ জন সদস্য নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরী হবে।
২. ৩০ জন পুরুষ সদস্য এবং ২০ জন মহিলা সদস্য থাকবে।
৩. ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার হতে ৭০% এবং মাঝারী কৃষক ৩০% থাকতে হবে।
৪. প্রতি পরিবার হতে ০১ জন করে সদস্য নিয়ে একটি করে উদ্যোক্তা গ্রুপ গঠন হবে।
৫. উদ্যোক্তা তৈরির জন্য গ্রুপের সদস্যদের সর্বনিম্ন এসএসসি শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন ৮০% এবং অষ্টম শ্রেণী শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ২০% সদস্য থাকতে হবে।
৬. সদস্যদের বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।
৭. এসএসসি পাস তনুধ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।
৮. দলীয়ভাবে কাজ করতে আগ্রহী সদস্য নির্বাচন করতে হবে।
৯. নিজেদের মধ্যে সুসর্ম্পক থাকতে হবে।
১০. সকল সদস্য ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগনের পরামর্শ অনুযায়ি কাজ করতে হবে।
১১. গ্রুপের নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে আগ্রহী হতে হবে।
১২. সদস্য নির্বাচনের সময় কৃষি উদ্যোক্তাদের আগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

১০. উপদেষ্টা পরিষদ :

প্রতিটি গ্রুপে ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে।

১. প্রধান উপদেষ্টা ফাউন্ডেশনের উপজেলা ব্যবস্থাপক-	০১ জন।
২. সদস্য সচিব সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মকর্তা-	০১ জন।
৩. কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সদস্য	০১ জন।
৪. গ্রুপের সদস্য হতে	০২ জন।

কৃষি গ্রুপ এর কার্যনির্বাহী কমিটি:

প্রতিটি গ্রুপে ০৯ (নয়) জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে।

১.	চেয়ারম্যান	০১ জন।
২.	ভাইস- চেয়ারম্যান	০১ জন।
৩.	সাধারণ সম্পাদক	০১ জন।
৪.	ক্যাশিয়ার	০১ জন।
৫.	কার্যকারী সদস্য	০৭ জন।

কৃষি গ্রুপের কার্যক্রম :

১. সকল সদস্যকে গ্রুপের প্রতি সংবেদনশীলতা
২. নিয়মিত মাসিক সভা
৩. মাসিক সঞ্চয়
৪. ব্যাংক হিসাব পরিচালনা
৫. আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করা
৬. বাজার ব্যবস্তাপনার উন্নয়নে সহযোগিতা করা
৭. কর্মসংস্থান তৈরি করা

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্যোক্তা ঋণ

উদ্যোক্তাদের জন্য ফাউন্ডেশনে সেবার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ঋণ যেমন জামানতবিহীন এসএমই লোন, টার্ম লোন, সেবা। ব্যবসা পরিচালনার জন্য মূলধন সরবরাহ করা, যা এসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ) খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১. ব্যবসায়িক ঋণ:

উদ্যোক্তাদের ব্যবসার জন্য মূলধন সরবরাহ করতে বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে , যেমন এসএমই লোন, টার্ম লোন।

ক্যাপিটাল ও টার্ম লোন:

দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসার জন্য মূলধনের চাহিদা মেটাতে এই ধরনের ঋণ দেওয়া হয়।

ব্যবসা অ্যাকাউন্ট:

ব্যবসার লেনদেন ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পৃথক অ্যাকাউন্ট খোলা জরুরি।

২. বিশেষায়িত সহায়তা:

নারী উদ্যোক্তা সহায়তা:

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংকিং সেবা, পরামর্শ কেন্দ্র এবং ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা:

উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা পর্যালোচনা , বাজার বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে।

৩। প্রয়োগঃ

ক) এ নীতিমালার শর্তসমূহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা ঋণ নিতিমালা সকল গ্রুপের সদস্যের জন্য প্রযোজ্য হবে।

খ) উদ্যোক্তা গ্রুপের সদস্যদের ব্যাবসা পরিচালনার জন্য ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

গ) মাসিক কিস্তি প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে প্রদান করতে হবে।

ঘ) ঋণ প্রদানে আবেদন ফরম ফাউন্ডেশনের মাঠ কর্মকর্তার নিকট হতে গ্রহণ করবেন।

৪। ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি-বিধানঃ

গ্রুপের সদস্যকে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ঋণের সিলিং হবে সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা যা নিম্নে বর্ণিত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Regulated) হবেঃ

ক) ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমে আর্থিক হলে ব্যবসার উন্নয়ন করবে এমন আগ্রহী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

খ) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স ও সার্ভিস রেকর্ড বিবেচনা করা হবে।

ঘ) ঋণ গ্রহণের ১ (এক) মাসের মধ্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম করতে ব্যর্থ হলে ঋণ গ্রহণকারীকে সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করতে হবে।

ঙ) সমুদয় অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ফাউন্ডেশনের নিকট দায়বদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

চ) দূর্ঘটনা, চুরি বা ক্ষতিসাধন হলে তার দায়-দায়িত্ব ঋণ গ্রহণকারীকে এককভাবে বহন করতে হবে।

ছ) ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমে অবশ্যই তার নিজ নামে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে এবং নিয়মিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রেজিষ্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য খরচ নিজ তহবিল থেকে বহন করতে হবে।

জ) ঋণ উত্তোলনের পূর্বে ঋণ গ্রহণকারীকে ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত জামিননামা (Security Bond) সম্পাদন করে দাখিল করতে হবে। একইভাবে ঋণ গ্রহণকারীকে ফাউন্ডেশনের নির্ধারিত ফরমে নিশ্চয়তা প্রদানকারী/জামিনদার কর্তৃক অঙ্গিকারনামাও দাখিল করতে হবে।

ঝ) ঋণের সময় কাল ৩৬/৪৮/৬০/১২০ টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য।

ঞ) ঋণের অংশ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পূর্বে ঋণ গ্রহণকারী মৃত্যু অথবা দেশ ত্যাগ জনিত কারণে ঋণ গ্রহীতার জামিনদার/উত্তরাধিকারী (গণ) অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

ট) ঋণ গ্রহণে আগ্রহীদের ঋণের নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে ঋণের সমর্থনে নির্ধারিত বাছাই কমিটি ও কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

ঠ) নন ঋণ গ্রহণকারী সদস্য উপরিউল্লিখিত শর্তাবলি গ্রহণ সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে তদসংক্রান্ত শর্ত সম্বলিত নিজ অঙ্গীকারনামা ও জামিনদারের অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাসহ ০২ (দুই) জন সদস্যের অঙ্গীকারনামায় সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করবেন।

ড) মাসিক বেতন হতে আদায়যোগ্য অর্থ পূর্ণ অংকের টাকায় নির্ধারণ করা হবে, তবে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে তা শেষ কিস্তির সাথে আদায় করা হবে।

ঢ) বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন কিস্তির টাকা নগদ অর্থে আদায় করা হবে। যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী এরুপ কিস্তির টাকা নগদ অর্থে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন বকেয়া কিস্তির টাকা ছুটির পরে প্রথম প্রদানযোগ্য ভাতা/পাওনাদি হতে এককালীন আদায় করা হবে।

ণ) ঋণের সমান ১২০ (একশত কুড়ি) টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য এবং দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হবে বিধায় ফাউন্ডেশনের স্বার্থে এ ঋণের উপর ১০ বছর মেয়াদে ২% হারে সরল সুদে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে।

ত) ঋণের অংশ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পূর্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যু অথবা চাকুরী ত্যাগ জনিত কারণে ঋণ গ্রহীতার জামিনদার/উত্তরাধিকারী (গণ) অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

৫। বিবিধ বিধি-বিধান

১) ঋণের আবেদনের সাথে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জামিনদার/উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সনদ দাখিল করতে হবে।

২) ফাউন্ডেশনের সহিসাব শাখা'র অধীনে আলোচ্য ঋণ বিতরণ ও যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করা হবে।

৩) যথাযথ প্রক্রিয়ায় এ নীতিমালার যে কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বাতিল করা যাবে।

৪) এই নীতিমালার কোন অনুচ্ছেদ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্ধারিত যাচাই-বাছাই কমিটির সমন্বয়ে প্রদেয় ব্যাখ্যা যথাযথ বলে গণ্য হবে।

৬। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের ৫১ তম সভার ১০ (খ) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ নীতিমালা জারি করা হলো।

তপন কুমার রায়
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ই-মেইল: md.sksfgov@gmail.com